লালন ফকির

১. খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ী দিতাম তাহার পায়।।
আট কুঠুরী নয় দরজা আঁটা
মধ্যে মধ্যে ঝরকা কাটা
তার উপরে সদর কোঠা
আয়না-মহল তায়।।
কপালে মোর নইলে কি আর
পাখিটির এমন ব্যবহার
খাঁচা খুলে পাখী আমার
কোন বনে পালায়।।
মন, তুই রইলি খাঁচার আশে
খাঁচা যে তোর তৈরী কাঁচা বাঁশে
কোনদিন খাঁচা পড়বে খসে
লালন কেঁদে কয়।।
লালন কয় খাঁচা খুলে
সে পাখী কোনখানে পালায়।।

২. আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে।
কেমনে খুলিয়া সে ধন দেখবো চক্ষেতে।।
আপন ঘরে বোঝাই সোনা
পরে করে লেনা দেনা
আমি হলাম জন্ম-কানা
না পাই দেখিতে।।
রাজি হলে দরওয়ানি
দ্বারা ছাড়িয়ে দেবেন তিনি
তারে বা কৈ চিনি শুনি
বেড়াই কুপথে।।
এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ-রতন
লালন বলে, পেয়ে সে ধন
পারলাম না চিনতে।।

৩. আমার আপন খবর আপনার হয় না।
সে যে আপনারে চিনলে পরে, যায় অচেনারে চেনা।।

সাঁই নিকট থেকে দূরে দেখায়
যেমন কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
দেখ আ।
আমি ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি
আমার কোলের ঘোটত যায় না।।

সে যে আত্মারূপে কর্তাহরি,
মনে নিষ্ঠা হলেই মিলবে তারি
ঠিকানা।
আর বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লখ্না।।

আমি আমি কে বলে মন,
যে জানে তার চরণ শরণ
লে না।
ফকির লালন বলে,
বেদের গোলে
হলাম চোখ থাকতে কানা।।

৪. আমার মন যারে চায়, তারে কি কোথায় পাই,
ও মনেরে কি দিয়ে বুঝাই।
দেখা পাইলে চলে যাইতাম রে-
যাইতাম দুনিয়ার বালাই।।
ছিলাম জননীর কোলে
ভজন ভজিব বলে
শিশুকালে রিপু এসে
ফাঁসি দেয় গলে।
আমি মায়ার বশে সর্বনাশে
বাজাই দোজখের সানাই।।
ও গুরু, তোমার নামের অন্ত নাই
আমি কোন নামটি শুধাই;
তোমার নামের মূল অর্থ
আমি শুনতে চাই।
আমি চার বত্সর চার দেশে ঘুইরা রে
তাই লালন বলে তোমারে না পাই।।